বণিক বার্তা

26 JAN 2026

সংবাদ সম্মেলনে এনবিআর চেয়ারম্যান

এলডিসি উত্তরণের পর উচ্চ শুল্ক রাখা যাবে না তাই কমানো হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ যখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশের তালিকায় যাবে বা এলডিসি উত্তরণ ঘটবে তখন বর্তমানের মতো উচ্চ শুল্ক কাঠামো রাখা যাবে না। সেই বাস্তবতা মাথায় রেখে ক্রমান্বয়ে তা কমানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহমান খান। তিনি বলেন, 'জনস্বার্থ বিবেচনা করে গত দেড় বছরে চাল, পেঁয়াজ, আলু, ডিম ও ভোজ্যতেলসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়নি। উল্টো আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেয়া হয়েছে। সরকার মূলত রাজস্বের চেয়ে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জাতীয় রাজস্ব ভবনে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন এনবিআর চেয়ারম্যান। এ সময় জানানো হয়, ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (ডব্লিউসিও) ঘোষিত আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে আজ এনবিআরে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন কাস্টম হাউজ ও কাস্টম স্টেশনেও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

> জনস্বার্থ বিবেচনা করে গত দেড় বছরে চাল, পেঁয়াজ, আলু, ডিম ও ভোজ্যতেলসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়নি। উল্টো আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেয়া হয়েছে

সংবাদ সম্মেলনে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, 'শুধু দেশীয় কিছু শিল্পের সুরক্ষায় কিছু ক্ষেত্রে শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া বিশ্বের কোনো দেশেই বর্তমানে শুল্ক, রাজস্ব আয়ের বড় উৎস নয়; বরং অবৈধ পণ্যের আমদানি বন্ধ করা ও মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে অর্থ পাচার ঠেকানো শুল্ক বিভাগের প্রধান কাজ।'

গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের মোট রাজস্ব আয়ের মধ্যে শুল্কের অবদান ছিল ২৭ শতাংশ বলেও জানান তিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে মো. আবদুর রহমান খান বলেন, 'ফলের ওপর শুল্ক বাড়ানো হয়েছে—এ তথ্য সঠিক নয়। গত দেড় বছরে ফলের ওপর কোনো ধরনের শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়নি, বরং আমদানির ওপর আয়কর ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। খেজুর আমদানির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ শুল্ক কমানো হয়েছে।' ফলের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ বৈদেশিক মুদ্রার (ডলার) মূল্যবৃদ্ধি, যা ৮০-৮৫ থেকে বেড়ে ১২৬-১২৭ টাকা হয়েছে বলেও দাবি করেন এনবিআর চেয়ারম্যান।

পণ্য খালাসে দীর্ঘসূত্রতা প্রসঙ্গে আব্দুর রহমান খান বলেন, 'আমদানি করা পণ্যের প্রায় ৯০ শতাংশই একদিনের মধ্যে খালাস হয়ে যায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে দেরি হওয়ার পেছনে নির্দিষ্ট কিছু কারণ থাকে।'

তিনি দাবি করেন, 'কোনো পণ্যের বিষয়ে যদি বিশেষ কোনো গোয়েন্দা তথ্য থাকে যে পণ্যটি সঠিক নয়, তবে তার শারীরিক পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের (যেমন কৃষি মন্ত্রণালয়, পরমাণু শক্তি কমিশন বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়) নিয়ম অনুযায়ী কিছু পণ্যের বিশেষ পরীক্ষা বা নিরোধক পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। এ পরীক্ষাগুলোর সিদ্ধান্ত এনবিআর নেয় না, বরং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো নেয়।' ঘোষণা দেয়া তথ্যের বাইরে যখন অন্য পণ্য পাওয়া যায় (যেমন তুলার ভেতরে ধূমপানের শলাকার ছাঁকনি বা কাপড়ের বদলে অন্য কিছু), তখন সেই চালানগুলো আটকে দেয়া হয় বলেও জানান এনবিআর চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, 'অনেকে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার জন্য পণ্যের ভুল শ্রেণীবিভাগ সংকেত ব্যবহার করেন, যা বিলম্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুল্ক কর্মকর্তাদের মূল লক্ষ্য থাকে যত দ্রুত সম্ভব আইন মেনে পণ্য খালাস করা।' পণ্য খালাস প্রক্রিয়া আরো সহজ করতে সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে বলেও জানান আব্দুর রহমান খান।

এনবিআর চেয়ারম্যান আরো বলেন, 'কেবল তখনই শুল্ক বাড়ানো হয়, যখন দেশী উৎপাদকরা বিনিয়োগ রক্ষার আবেদন করেন এবং বিদেশী পণ্যের দাম দেশী পণ্যের চেয়ে কম হয়ে যায়। তবে এটি ব্যাপক আলোচনার পরই করা হয়।'

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

The Daily Star

2 6 JAN 2026

3-day election holiday could hurt exports

Garment, EPZ investors seek govt review

STAR BUSINESS REPORT

Garment manufacturers and investors in export processing zones (EPZs) have warned that a three-day general holiday around the upcoming national election could disrupt production and hurt exports.

The government has already declared February 10 to 12 as general holidays in industrial areas in connection with the national parliamentary election and referendum scheduled for February 12.

In response, the Bangladesh EPZ Investors Association has written to the Bangladesh Export Processing Zones Authority (Bepza), urging it to reconsider the plan. Bepza has said it is reviewing the matter in consultation with relevant stakeholders.

Khorshed Alam, executive director (Enterprise Service) of Bepza, told The Daily Star that the authority received the EPZ investors' letter yesterday and has already started discussions.

"We received the letter on Sunday. We will discuss the matter with all concerned parties, including relevant ministries, stakeholder associations, and factories inside and outside EPZs," he said. "We will try to ensure that holidays in all industrial areas are observed at the same time during the election period."

He added that Bepza cannot take a decision on its own and that discussions are ongoing, with a final decision to be made at an executive board meeting.

In the letter, EPZ investors said enterprises in the zones follow production and shipment schedules agreed upon with international buyers months in advance, leaving little room for sudden changes.

Unplanned holidays, the association warned, would disrupt production, delay shipments and could result in penalties, order cancellations and loss of buyer confidence.

Garment factory owners outside EPZs raised similar concerns in a separate letter sent on Saturday to the secretary of the Ministry of Labour and Employment.

They said February already has fewer working days because of Shab-e-Barat, International Mother Language Day and weekly holidays. With the three additional holidays now declared for the election, the number of effective working days would fall to 19, which could seriously disrupt export-oriented garment production.

The letter also said global demand for garments has remained weak in recent months, with both orders and prices declining, forcing some factories to shut down. In this situation, factory owners are struggling to manage February wage payments and upcoming Eid-ul-Fitr bonuses.

Both garment manufacturers and EPZ investors have urged the government to consider declaring only election day as a mandatory general holiday in industrial areas. As an alternative, they suggested adjusting the holidays on February 10 and 11 against weekly or annual leave through an executive order.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Financial Express

26 JAN 2026

Scrapping bonded yarn imports may hurt RMG exports: BGBA

Urges withdrawal of 'self-destructive' move

FE REPORT

The Bangladesh Garment Buying House Association (BGBA) has warned that scrapping the bonded warehouse facility for yarn imports could disrupt the supply chain, push up production costs and undermine apparel exports, urging the government to withdraw what it described as a "self-destructive" decision.

The association said the decision has effectively pushed the garment industry to a "deathbed in the ICU", triggering serious concerns among international buyers, many of whom have already shifted their 2026 sourcing orders to competing countries amid growing uncertainty.

BGBA President Mohammad Mofazzal Hosen Pabel made the remarks at a press conference held at the association's office in the capital's Uttara on Sunday.

The event was organised to press for the reversal of the decision to withdraw bonded warehouse facilities for importing yarn of 10 to 30 counts.

Describing the recommendation as misguided, Pabel said, "Instead of addressing existing problems, the government is moving towards a self-destructive decision. This will push the garment industry to a critical stage. The government must sit with all stakeholders and find a solution through dialogue."

Highlighting buyers' concerns ahead of the national election, he said major global retailers are worried about security and have already indicated plans to relocate their 2026 purchase orders to other countries.

"If security cannot be ensured, buyers will not place orders in Bangladesh. Competing countries are aggressively portraying Bangladesh negatively, and some buyers have even imposed restrictions on visits to the country," he added.

Referring to export performance, Pabel noted that shipments have been on a downward trend since July, with exports falling by around 14.29 per cent in December.

He said the government had set an export target of $44.3 billion, but the country is now heading towards $25 billion -- far from the long-term aspiration of reaching $50 billion.

Explaining the impact of withdrawing the bonded warehouse facility for yarn imports, he said the move would raise yarn prices, which would ultimately increase garment production costs and erode Bangladesh's competitiveness in the global market.

He also expressed concern over the banking sector, noting that it now takes up to a month to open letters of credit (LCs).

"Delays in opening back-to-back LCs make timely shipment increasingly difficult," he said.

Warning of a growing investment slowdown, Pabel said, "If local entrepreneurs themselves are afraid to invest, it will be even harder to attract foreign investors."

He urged the government to engage with stakeholders, listen to their concerns, and refrain from taking what he described as self-destructive policy decisions.

newsmanjasi@gmail.com

The Business Standard

26 JAN 2026

RMG buying houses term move to scrap bonded facilities for yarn imports 'self-destructive'

RMG – BANGLADESH

TBS REPORT

Garment buying house entrepreneurs have warned that the commerce ministry's proposal to withdraw bonded warehouse facilities on the import of yarn of 10 to 30 counts could harm the country's readymade garment (RMG) sector and unsettle international buyers.

They described the proposal as "self-destructive" and urged the government to offer alternative support to domestic textile millers instead of withdrawing bonded facilities.

The concerns were raised at a press conference titled "The Country's Readymade Garment Industry in Crisis: A Struggle for Survival", organised by the Bangladesh Garment Buying House Association (BGBA) at its office in the capital yesterday.

BGBA President Mohammad Mofazzal Hosen Pabel said the proposed decision had pushed the RMG sector "to the brink of death" and had triggered serious concerns among global buyers.

For several months, the country's textile millers and garment manufacturers have been at odds over duties and restrictions on yarn imports from India and other countries.

On 12 January, the commerce ministry requested the National Board of Revenue to withdraw bonded warehouse facilities for importing 10-30 count yarn,

CONTINUED FROM PAGE 5

citing the need to protect domestic spinning mills.

The request followed appeals from the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) and recommendations from the Bangladesh Trade and Tariff Commission.

However, RMG sector leaders alleged that the commerce ministry's move was one-sided. Several textile and garment sector associations have held press conferences and sent letters to the government strongly opposing the move.

"Several buyers have expressed concern over the ongoing discord between the country's RMG and textile sectors," Pabel said, adding that many had already begun shifting their 2026 orders to competing countries.

He said global buyers and large retailers were increasingly worried about the overall business environment in Bangladesh, including political instability and security concerns.

"Buyers have expressed worries over safety, factory closures and reports of frequent mob violence," the BGBA president said, adding that disputes over yarn imports would further damage confidence.

Pabel also alleged that competitor countries were portraying Bangladesh negatively in global markets and that some buyers had imposed travel restrictions on visits to the country.

Responding to a question, he said any disruption to the RMG sector would ultimately affect buying houses, which act as a bridge between international buyers and local manufacturers.

Opposing the withdrawal of bonded facilities, he urged the government to provide incentives and policy support to make the textile industry more competitive.

"The government should make the spinning sector self-reliant so that RMG manufacturers can buy yarn from domestic sources at prices even 30 cents lower," he added.

He also said the association expected the next elected government to consult all relevant trade bodies on policy decisions affecting the textile and garment sectors, rather than holding discussions with a limited number of organisations.

Joint consultations would help identify core challenges and future prospects and lead to sustainable solutions, he said.

"As spinners are demanding the withdrawal of bonded facilities, it shows they are facing problems, while cutting bonded facilities would affect RMG manufacturers. Only joint dialogue can lead to solutions," he added.

Pabel said every policy decision carried both positive and negative consequences, but argued that the proposed move was taken through an unfair process involving only a few parties.

He warned that while some groups might benefit initially, the decision could prove harmful in the long run, particularly if export orders decline and begin to affect the textile sector as well.